FEB 2 1 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

দাম বেশি ।। চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে নোট

টাঙ্গাইলে পাঠ্যবই সংকটের কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখনো নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ– জেলা সদরসহ জেলার ১১টি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বই সংকটের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী গোপনে নির্ধারিত দামের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্যে বই বিক্রি করছে। সেই সাথে চাপিয়ে দিচ্ছে চড়া মূল্যের নিকৃষ্টমানের নোটবই।

পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণে জেলার মাধ্যমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এখনও নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়নি। দু এক পিরিয়ড ক্লাস করেই বেশিরভাগ বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে। বই সংকট এবং বিদ্যালয়ে ক্লাস না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে অভিভাবকদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

টাঙ্গাইল শহরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পুস্তক মুদ্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'র এজেন্ট বাবুল লাইব্রেরি এবং তাজমহল লাইব্রেরির মালিকদ্বয় জানান, 'পুস্তকা'কে ৩ লাখ টাকা করে জামানত দিয়ে তারা এজেন্ট হয়েছেন। এরপর বই আনার সময় বইয়ের সাকুল্য দামও পরিশোধ করতে হচ্ছে। কিন্তু পুস্তকা চাহিদা অনুযায়ী বই দিচ্ছে না। তারা জানান, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০টি বইয়ের মধ্যে পুস্তকা মাত্র ১৪টি বই বাজারে ছেড়েছে। এই বইগুলোও চাহিদা অনুযায়ী তারা সরবরাহ করছে না। পুস্তকার এজেন্ট বাবুল লাইব্রেরির মালিক গোলাম মোস্তফা ভূইয়া জানান, পুস্তকার কাছে ১৪টি বইয়ের প্রতিটির ৫ হাজার কপি চাওয়া হয়। কিন্তু তারা মাত্র ৫শ কপি করে বই সরবরাহ করেছে। তাজমহল লাইব্রেরির মালিক খন্দকার আবু হানিফ জানান, প্রতিটি বইয়ের ৫ হাজার কপি চাহিদা জানিয়ে তিনি মাত্র ৪শ কপি করে বই পেয়েছেন। এই বইগুলো টাঙ্গাইলে আনার পর পরই বিক্রি হয়ে গেছে। অন্য পুস্তক ব্যবসায়ীরা জানান, ঢাকা থেকে কালোবাজারে নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি দামে বই কেনার ফলে তারা বিক্রির সময়ও ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশি দাম রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।

জেলা সদরের চাইতে উপজেলা সদর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই সংকট আরো বেশি। মধুপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ি, ভুয়াপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, মির্জাপুর, করটিয়া, বাসাইল, ডি- পাকুটিয়া, এলেঙ্গা, দেলদুয়ার, সখিপুর, নাগরপুর ও পাথররাইলের কিছু কিছু পুস্তকের দোকানে মাঝেমধ্যে দু একটি পাঠ্যবই পাওয়া গেলেও দোকানিরা এসব বইয়ের দাম দ্বিগুণেরও বেশি নিচ্ছে। সেই সাথে ক্রেতার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে নিকৃষ্টমানের নোটবই চড়া দামে। বইয়ের অতিরিক্ত মূল্যের কারণে দরিদ্র শিক্ষার্থীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা বই কিনতে পারছে না। ফলে পড়ালেখাও শুরু হতে পারছে না। নষ্ট হচ্ছে অমূল্য সময়।